চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সাংখ্য দর্শন

কীভাবে সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে মনের বিভ্রান্তি দূর করা যায় সেই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এখানে পরমেশ্বর ভগবান উদ্ধবকে পুনরায় জড়া প্রকৃতির বিশ্লেষণের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করছেন। এই জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যমে জীব তার মিথ্যা দ্বন্দ্বভিত্তিক বিভ্রান্তি দূর করতে পারে।

সৃষ্টির আদিতে, দর্শক এবং দৃশ্য এক এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। এই অবাঙ্মানসগোচর ও অদ্বিতীয় পরম সত্য, তারপর দুই ভাগে বিভক্ত হন—দর্শক অর্থাৎ চেতন বা ব্যক্তিসত্ত্বা, এবং দৃশ্য, অর্থাৎ বস্তু বা প্রকৃতি। ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষ সত্ত্বার দ্বারা ক্ষোভিতা হন। তখন জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সহ মহত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তা থেকে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনভাবে আসে অহংকার তত্ত্ব। তমোগুণাত্মক অহংকার থেকে পনেরোটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর তারপরেই পনেরোটি ভৌতিক উপাদানের উদ্ভব ঘটে। রজোগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং সত্ত্বগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের এগারোজন অধিদেবতা। এই সমস্ত উপাদানের পুঞ্জীভূত অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, তার মাঝখানে স্রষ্টা রূপে পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার ভূমিকায় নিবাস গ্রহণ করেন। পরম স্রষ্টার নাভী থেকে আসে পদ্ম, তার উপর ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। রজোগুণ সমন্বিত হয়ে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তপস্যা করেন, আর সেই তপস্যার শক্তি বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। স্বর্গীয় অংশ দেবতাদের জন্য, মধ্যভাগটি ভূত প্রেতাদি এবং ভূলোক হচ্ছে মনুষ্য এবং অন্যান্যদের জন্য উদ্দিষ্ট। এই ত্রিভুবনের উর্ধ্বে উন্নত ঋষিদের স্থান, এবং নিম্নলোকগুলি হচ্ছে অসুর, নাগ অর্থাৎ সর্পাদির জন্য। ত্রিগুণভিত্তিক কর্ম অনুসারে তিন মর্ত্যলোকে তাদের গতি হয়ে থাকে। যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস গ্রহণকারীদের গতি হয় মহ, জন, তপ ও সত্যলোকে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগীদের গতি হয় ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে। এই জড় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াত্মক ব্রহ্মাণ্ড কাল এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের অধীনে অবস্থিত। এ ছাড়াও, এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বর্তমান, তা সবই কেবল জড়া প্রকৃতি এবং তার প্রভু ভগবানের মিলন সম্ভূত। একইভাবে, সৃষ্টিকার্য ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, এক এবং পরম সূক্ষ্ম থেকে বহুত্বে এবং অত্যন্ত স্থূল বস্তুতে, প্রলয় সংঘটিত হয় স্থূলতম

থেকে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম প্রকাশের প্রতি অগ্রগতির মাধ্যমে, তখন কেবলই নিত্য চিৎ সত্ত্বা বিদ্যমান থাকেন। এই সর্বশেষ আত্মা তাঁর নিজের মধ্যে একা অশেষভাবে অবস্থিত থাকেন। যে ব্যক্তির মন এই সমস্ত ধারণার ধ্যান করে, সেই মন প্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা আর বিভ্রান্ত হয় না। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের একটির পর অপরটি বর্ণনা সমন্বিত সাংখ্য বিজ্ঞান সমস্ত বন্ধন এবং সন্দেহ ছেদন করে থাকে।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈর্বিনিশ্চিতম্ ।
যদ্ বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অথ**—এখন; **তে**—তোমাকে; **সম্প্রবক্ষ্যামি**—আমি বলব; **সাংখ্যম্**—সৃষ্টির উপাদানসমূহের বিবর্তনের জ্ঞান; **পূর্বৈঃ**—পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক; **বিনিশ্চিতম্**—নির্ধারিত; **যৎ**—যা; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **পুমান্**—মানুষ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারেন; **বৈকল্পিকম্**—মিথ্যা দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমম্**—ভ্রম।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এখন পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য বিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব। এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করে মানুষ তৎক্ষণাৎ জড় দ্বন্দ্বের বিভ্রম ত্যাগ করতে পারে।

তাৎপর্য

পূর্বের অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে আমরা জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারি। এই অধ্যায়ে জড় এবং চিৎ-বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সমন্বিত সাংখ্য পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই জ্ঞান শ্রবণ করে আমরা সহজেই মনকে জড় কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কৃষ্ণভাবনামৃতের চিন্ময় স্তরে নিবিষ্ট করতে পারি। এখানে বর্ণিত সাংখ্য দর্শন ভগবান কপিলদেব কর্তৃক *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেটি জড়বাদী ও মায়াবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত নাস্তিক সাংখ্য নয়। ভগবানের শক্তি সম্ভূত জড় উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়। মূর্খের মতো আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, ভগবানের সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন আদি জড় উপাদান থেকে এই ধরনের বিবর্তন শুরু হয়। এই মনকল্পিত তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে বদ্ধ জীবনের মিথ্যা অহংকার থেকে, সেটি স্থূল অজ্ঞতা প্রসূত, তাই তা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্লোক ২

আসীজ্‌জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতম্ ।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥ ২ ॥

আসীৎ—ছিল; **জ্ঞানম্**—দর্শক; **অথ-উ**—এইভাবে; **অর্থঃ**—দৃশ্য; **একম্**—এক; **এব**—কেবলই; **অবিকল্পিতম্**—পার্থক্য নিরূপণ না করে; **যদা**—যখন; **বিবেক**—পার্থক্য নিরূপণে; **নিপুণাঃ**—নিপুণ ব্যক্তিরা; **আদৌ**—আদিতে; **কৃতযুগে**— শুদ্ধতার যুগে; **অযুগে**—এবং তার পূর্বে, প্রলয়ের সময়।

অনুবাদ

আদিতে, কৃতযুগে, যখন সমস্ত মানুষই পারমার্থিক পার্থক্য নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, এবং তার পূর্বে প্রলয়ের সময়ে, দৃশ্য বস্তু থেকে অভিন্ন, দর্শক একা বিদ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

কৃতযুগ হচ্ছে সত্যযুগ হিসাবে জ্ঞাত প্রথম যুগ, যে সময় জ্ঞান ছিল সিদ্ধ এবং তা সেই বস্তু থেকে অভিন্ন। আধুনিক সমাজে জ্ঞান হচ্ছে ভীষণভাবে মনগড়া এবং তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের শিক্ষাগত ধারণা এবং যথার্থ বাস্তবতার মধ্যে প্রায়ই বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হয়। তবে সত্যযুগে মানুষ থাকেন *বিবেক-নিপুণাঃ* অর্থাৎ বুদ্ধিমানের মতো পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ, এইভাবে তাঁদের ধারণা এবং বাস্তবতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সত্যযুগে, সমস্ত জনসাধারণ থাকেন আত্মোপলব্ধ। সবকিছুকে পরমেশ্বরের শক্তিরূপে দর্শন করে, কৃত্রিমভাবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এবং অন্য জীবেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন না। সত্যযুগের একত্বের, এটি হচ্ছে আর একটি দিক। প্রলয়ের সময় সবকিছুই বিশ্রাম করার জন্য ভগবানে বিলীন হয়, আর সে সময়েও ভগবানের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানের বস্তু এবং একমাত্র দর্শকরূপী ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। মুক্ত জীবেরা নিত্য চিন্ময় জগতে কখনও এইরূপে বিলীন হন না, তাঁরা তাঁদের চিন্ময় রূপে নিত্য কালের জন্য অপরিবর্তিত থাকেন। ভগবানের প্রতি ভালবাসা বশতঃ তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়ার ফলে তাঁদের ধাম চির অবিনশ্বর।

শ্লোক ৩

তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্ ।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই (পরম); মায়া—জড়া প্রকৃতির; ফল—এবং তার প্রকাশের ভোক্তা; রূপেণ—দুই রূপে; কেবলম্—এক; নির্বিকল্পিতম্—অভিন্ন; বাক্—বাক্য; মনা—এবং মন; অগোচরম্—অগ্রাহ্য; সত্যম্—সত্য; দ্বিধা—দ্বিধা; সমভবৎ—তিনি হয়েছিলেন; বৃহৎ—পরম সত্য।

অনুবাদ

জড় দ্বন্দ্ব শূন্য এবং অবাঙ্মানসগোচর সেই পরম সত্য নিজেকে জড়া প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশকে ভোগকারী জীবরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন।

তাৎপর্য

জড়াপ্রকৃতি এবং জীব উভয়ই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি।

শ্লোক ৪

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা ।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

তয়োঃ—সেই দুটির; একতরঃ—এক; হি—বস্তুত; অর্থঃ—সত্ত্বা; প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি; সা—তিনি; উভয়াত্মিকা—সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং তাদের প্রকাশিত উৎপাদন এই উভয় তত্ত্ব সমন্বিত; জ্ঞানম্—চেতনা (যারা রয়েছে); তু—এবং; অন্যতমঃ—অন্য একটি; ভাবঃ—সত্ত্বা; পুরুষঃ—জীবাত্মা; সঃ—সে; অভিধীয়তে—বলা হয়।

অনুবাদ

এই দুই প্রকার প্রকাশের, একটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতি, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং পদার্থের প্রকাশিত উৎপাদন সমন্বিত। অন্যটি হচ্ছে, চেতন জীব সত্ত্বা, যাকে বলা হয় ভোক্তা।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, এখানে প্রকৃতি বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম প্রধান, যা পরে মহত্তত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥ ৫ ॥

তমঃ—তমোগুণ; রজঃ—রজোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; ইতি—এইভাবে; প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি থেকে; অভবন্—প্রকাশিত হয়েছিল; গুণাঃ—গুণসমূহ; ময়া—আমার দ্বারা;

প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ—যিনি ক্ষোভিতা হচ্ছিলেন; পুরুষ—জীব সত্তার; অনুমতেন—বাসনা পুরণ করার জন্য; চ—এবং।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি যখন আমার ঈক্ষণে ক্ষোভিতা হয়েছিল, তখন বদ্ধ জীবেদের অবশিষ্ট বাসনাগুলি পূর্ণ করার জন্য সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি জড়গুণ প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে ভগবান তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বদ্ধ জীব তাদের সকাম কর্মের শৃঙ্খল এবং মনোধর্মের প্রতিক্রিয়া এখনও সমাপ্ত করেনি, তাই পুনরায় সৃষ্টি কার্য প্রয়োজন। ভগবান চান যে, বদ্ধ জীব যেন কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেম লাভ করার সুযোগ পায় এবং তার দ্বারা ভগবত বিহীন জীবনের অনর্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানের ঈক্ষণের পর প্রকৃতির গুণগুলি উৎপন্ন হয়ে একে অপরের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন হয়, প্রতিটি গুণ অপর দুটিকে জয় করতে চেষ্টা করে। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়, এই সবের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। শিশু জন্ম গ্রহণের বাসনা করলেও নিষ্ঠুর মা তাকে গর্ভপাত করার মাধ্যমে হত্যা করতে চায়। আমরা মাঠের আগাছাগুলিকে মেরে ফেলতে চাইলেও, তারা একগুঁয়েভাবে বার বার জন্মায়। তেমনই আমরা সর্বদাই দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখতে চাইলেও অবক্ষয় ঘটে। এইভাবে প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, এবং তাদের সম্মেলন ও বিভিন্নভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে জীব কৃষ্ণভাবনা ছাড়া অসংখ্য জাগতিক পরিস্থিতি উপভোগ করার চেষ্টা করে। *পুরুষানুমতেন* শব্দটি সূচিত করে যে, ভগবান জাগতিক অসারতার এমনই এক মঞ্চ স্থাপন করেন, যাতে বদ্ধ জীব ঘটনাক্রমে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে।

শ্লোক ৬

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ ।
ততো বিকুর্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ ॥ ৬ ॥

তেভ্যঃ—সেই গুণগুলি থেকে; সমভবৎ—সম্ভূত হয়; সূত্রম্—কর্মশক্তি সমন্বিত প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন; মহান্—জ্ঞান শক্তি সমন্বিত আদি প্রকৃতি; সূত্রেণ—এই সূত্র তত্ত্বের দ্বারা, সংযুতঃ—সংযুক্ত; ততঃ—মহৎ থেকে; বিকুর্বতঃ—পরিবর্তন করে; জাতঃ—উদ্ভূত হয়েছিল; যঃ—যে; অহংকারঃ—মিথ্যা অহংকার; বিমোহনঃ—বিভ্রান্তির কারণ।

অনুবাদ

এই সমস্ত গুণ থেকে মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত আদি সূত্র উৎপন্ন হয়। মহৎ তত্ত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবের বিভ্রান্তির কারণ, মিথ্যা অহংকার উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, সূত্র হচ্ছে, জড়া প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন, যা ক্রিয়া শক্তি এবং তৎ সঙ্গে জ্ঞানশক্তি সমন্বিত মহৎ তত্ত্বের প্রকাশ করে। জড় জগতে আমাদের জ্ঞান সকাম কর্ম এবং মনোধর্মের দ্বারা আবৃত থাকে। আলোর অভাবে যেমন আপনা থেকেই অন্ধকার বৃদ্ধি হয়, তেমনই ভগবৎ ভক্তির প্রতি মনোনিবেশের অভাব হলে, এই দুটি প্রবণতা আপনা থেকেই বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৭

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ ॥ ৭ ॥

বৈকারিকঃ—সত্ত্বগুণে; **তৈজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণে; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **অহম্**—মিথ্যা অহংকার; **ত্রিবৃৎ**—তিনটি বিভাগে; **তৎমাত্র**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সূক্ষ্ম রূপের; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়গুলির; **মনসাম্**—এবং মনের; **কারণম্**—কারণ; **চিৎ-অচিৎ**—জড় এবং চিন্ময়; **ময়ঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ চিন্ময় এবং জড় অহংকার, দৈহিক অনুভূতি, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের প্রকাশ ঘটায়।

তাৎপর্য

এই ক্ষেত্রে *চিদচিন্ময়*—"চিন্ময় এবং জড়ময় অর্থাৎ অচিন্ময়" শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যা অহংকার হচ্ছে নিত্য চেতন জীব এবং ক্ষণস্থায়ী অচেতন দেহের মায়াময় সমন্বয়। জীব অবৈধভাবে ভগবানের সৃষ্টিকে ভোগ করার বাসনার জন্য প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জড় জগতে এক মায়াময় পরিচিতি গ্রহণ করে। ভোগের জন্য সংগ্রাম করে মায়ার জটিলতায় আরও বেশি জড়িয়ে পড়ে সে কেবলই উদ্বেগ বর্ধন করে। এই হতাশ পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি বিধানকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৮

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ ।
তৈজসাদ্ দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ—স্থূল উপাদানসমূহ; **তৎমাত্রিকাৎ**—সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে (যেগুলি হচ্ছে সত্ত্ব গুণজাত অহংকার থেকে উৎপন্ন); **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিল; **তামসাৎ**—তমোগুণজাত অহংকার থেকে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সকল; **চ**—এবং; **তৈজসাৎ**—রজোগুণ জাত অহংকার থেকে; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **আসন**—উদ্ভূত হয়; **একাদশ**—এগারো; **চ**—এবং; **বৈকৃতাৎ**—সত্ত্বগুণ জাত অহংকার থেকে।

অনুবাদ

তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতি, তা থেকে উৎপন্ন হয় স্থূল উপাদানগুলি। রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল, এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ দেবগণের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

তামসিক অহংকার থেকে শব্দ, আর তার সঙ্গে তার মাধ্যম আকাশ এবং তা গ্রহণ করার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তারপর স্পর্শানুভূতি বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়, আর এইভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল সমস্ত উপাদান এবং তাদের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। রাজসিক অহংকার থেকে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি ব্যক্ততার সঙ্গে কর্মে রত। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে আসেন একাদশ দেবগণ—দিগীশ্বরগণ, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র।

শ্লোক ৯

ময়া সঙ্ক্ষোদিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **সঙ্ক্ষোদিতাঃ**—ক্ষোভিত; **ভাবাঃ**—উপাদান সকল; **সর্বে**—সমস্ত; **সংহত্য**—মিশ্রণের দ্বারা; **কারিণঃ**—কার্যকারী; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **উৎপাদয়াম্ আসুঃ**—তার সৃষ্টি হয়েছে; **মম**—আমার; **আয়তনম্**—নিবাস; **উত্তমম্**—উৎকৃষ্ট।

অনুবাদ

আমার দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে এই সমস্ত উপাদান সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠুরূপে কার্য করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে, যেটি হচ্ছে আমার উত্তম নিবাস স্থল।

শ্লোক ১০

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্—তার মধ্যে; অহম্—আমি; সমভবম্—আবির্ভূত হই; অণ্ডে—ব্রহ্মাণ্ডে; সলিল—কারণ সমুদ্রের জলে; সংস্থিতৌ—অবস্থিত ছিল; মম—আমার; নাভ্যাম্—নাভি থেকে; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; পদ্মম্—একটি পদ্ম; বিশ্ব-আখ্যম্—ব্রহ্মাণ্ড নামে খ্যাত; তত্র—তার মধ্যে; চ—এবং; আত্মভূঃ—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা।

অনুবাদ

আমি স্বয়ং কারণ জলে ভাসমান সেই অণ্ডটির মধ্যে আবির্ভূত হই, এবং আমার নাভি থেকে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার জন্মস্থান বিশ্বনামক পদ্মের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নারায়ণ রূপে দিব্য আবির্ভাব-লীলা বর্ণনা করেছেন। ভগবান নারায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেও তিনি তাঁর শুদ্ধ জ্ঞানময় এবং আনন্দময় দিব্য শরীর ত্যাগ করেন না। আবার ব্রহ্মার জন্ম, ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে হলেও তাঁর জড় দেহ রয়েছে। ব্রহ্মার শরীর পরম তেজস্বী, অলৌকিক, সমস্ত জড় অস্তিত্ব সম্পন্ন হলেও তা জড়, পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর শ্রীহরি নারায়ণের রূপ সর্বদাই দিব্য।

শ্লোক ১১

সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি, ব্রহ্মা; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; তপসা—তাঁর তপস্যার দ্বারা; যুক্তঃ—যুক্ত; রজসা—রজগুণের শক্তির দ্বারা; মৎ—আমার; অনুগ্রহাৎ—কৃপার ফলে; লোকান্—বিভিন্ন লোকসমূহ; সপালান্—তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণসহ; বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ডের; আত্মা—আত্মা; ভূঃভুবঃস্বঃ-ইতি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ নামক; ত্রিধা—তিনটি বিভাগ।

অনুবাদ

রজোগুণ দ্বারা প্রভাবিত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মা আমার কৃপায় কঠোর তপস্যা সম্পাদন করে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামক ত্রিলোক এবং তাদের অধিদেবগণের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১২

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাং চ ভুবঃ পদম্ ।
মর্ত্যাদীনাং চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥ ১২ ॥

দেবানাম্—দেবতাদের; ওকঃ—আবাস; আসীৎ—হয়েছিল; স্বঃ—স্বর্গ; ভূতানাম্—ভূত প্রেতগণের; চ—এবং; ভুবঃ—ভুবর্লোক; পদম্—স্থান; মর্ত্য-আদিনাম্—সাধারণ মনুষ্য এবং অন্যান্য মরণশীল জীবের জন্য; চ—এবং; ভূঃ-লোকঃ—ভূলোক; সিদ্ধানাম্—মুমুক্ষুগণের (স্থান); ত্রিতয়াৎ—এই তিনটি বিভাগ; পরম্—উর্ধ্বে।

অনুবাদ

স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবগণের নিবাসের জন্য; ভুবর্লোক ভূতপ্রেতদের জন্য, আর ভূলোক হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য মর্ত্য জীবেদের জন্য, মুমুক্ষুগণ এই ত্রিভুবনের উর্ধ্বে উপনীত হন।

তাৎপর্য

পরম পুণ্যবান সকাম কর্মীদের স্বর্গীয় উপভোগের জন্য ইন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক উদ্দিষ্ট। সর্বোচ্চ চারটি লোক, সত্যলোক, মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোক হচ্ছে, যাঁরা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করছেন তাঁদের জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই অভাবনীয় কৃপাময় যে, তিনি কলিযুগের মহাপতিত জীবদেরকে এই চারটি লোকের উর্ধ্বে, এমনকি বৈকুণ্ঠেরও উর্ধ্বে, চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে উপনীত করছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্বর্গ হচ্ছে দেবতাদের নিবাসস্থল, ভূলোক হচ্ছে মানুষের জন্য, আর তার মাঝখানে রয়েছে উভয় শ্রেণীর জীবের ক্ষণস্থায়ী নিবাস।

শ্লোক ১৩

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্বাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥

অধঃ—নিম্নে; অসুরাণাম্—অসুরদের; নাগানাম্—স্বর্গীয় নাগগণের; ভূমেঃ—ভূমি থেকে; ওকঃ—নিবাস; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; প্রভুঃ—শ্রীব্রহ্মা; ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিভুবনের; গতয়ঃ—গতি; সর্বাঃ—সকল; কর্মণাম্—সকাম কর্মের; ত্রিগুণাত্মনাম্—ত্রিগুণ বিশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর নীচের অংশটি সৃষ্টি করেছেন অসুর এবং নাগগণের জন্য। এইভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কর্মের সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুসারে ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্থানে জীবের গতি নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ১৪

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যোগস্য—যোগের; তপসঃ—কঠোর তপস্যার; চ—এবং; এব—অবশ্যই; ন্যাসস্য—সন্ন্যাসের; গতয়ঃ—গতি; অমলাঃ—অমল; মহঃ—মহ; জনঃ—জন; তপঃ—তপ; সত্যম্—সত্য; ভক্তিযোগস্য—ভক্তিযোগের; মৎ—আমার; গতিঃ—গতি।

অনুবাদ

যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারীদের শুদ্ধ গতি হয় মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত আমার দিব্য ধামে উপনীত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে *তপঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থীদের দ্বারা আচরিত তপস্যা। যে ব্রহ্মচারী খুব সুষ্ঠুভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জীবনের বিশেষ কোন পর্যায়ে মহর্লোকে উপনীত হন, আর যিনি আজীবন কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জনলোক লাভ করেন। সুষ্ঠুভাবে বানপ্রস্থ জীবন পালন করলে তপোলোকে যাবেন, আর সন্ন্যাসীরা যাবেন সত্যলোকে। এই সমস্ত বিভিন্ন গতি নির্ভর করে যোগাভ্যাসের ঐকান্তিকতার উপর। *ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে, শ্রীব্রহ্মা দেবগণের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন, "বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদুর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, স্মিত হাস্য সমন্বিত সুন্দর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃত, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না।" (*ভাগবত* ৩/১৫/২০) এইভাবে চিৎ-জগৎ, ভগবদ্ধামের নিবাসীগণের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির কোন বাসনাই নেই, কেননা তাঁরা ভগবৎ-প্রেমে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। তাঁরা যেহেতু কেবলই ভগবানের প্রীতি বিধানের চেষ্টা করেন, সেই জন্য তাঁদের মধ্যে প্রতারণা, উদ্বেগ, কামবাসনা, হতাশা ইত্যাদির কোনও সম্ভাবনা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬২) বর্ণনা করা হয়েছে—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

"হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।"

শ্লোক ১৫

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্মুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥ ১৫ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; কাল-আত্মনা—কালশক্তি সমন্বিত; ধাত্রা—স্রষ্টা; কর্মযুক্তম্—সকাম কর্ম পূর্ণ; ইদম্—এই; জগৎ—জগৎ; গুণপ্রবাহে—প্রবল গুণস্রোতে; এতস্মিন্—এর মধ্যে; উন্মজ্জতি—উদিত হয়; নিমজ্জতি—নিমজ্জিত হয়।

অনুবাদ

কালরূপে আচরণকারী, পরম কর্তা আমার দ্বারা এই জগতে সমস্ত সকাম কর্মের ফল ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এইভাবে জীব প্রকৃতির প্রবল গুণস্রোতের নদীতে, কখনও ভেসে ওঠে, আবার কখনও নিমজ্জিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, *উন্মজ্জতি* বলতে বোঝায়, ঊর্ধ্বলোকে প্রগতি এবং *নিমজ্জতি* বলতে বোঝায়, পাপকর্মের ফলে দুঃখজনক জীবনে নিমজ্জিত হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই জীব বদ্ধদশার মহানদীতে নিমজ্জিত হচ্ছে, যা তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে।

শ্লোক ১৬

অনুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি ।
সর্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১৬ ॥

অনুঃ—ক্ষুদ্র; বৃহৎ—বৃহৎ; কৃশঃ—শীর্ণ; স্থূলঃ—মোটা; যঃ যঃ—যা কিছুই; ভাবঃ—প্রকাশ; প্রসিধ্যতি—লক্ষিত হয়; সর্বঃ—সমস্ত; অপি—বস্তুত; উভয়—উভয়ের দ্বারা; সংযুক্তঃ—সংযুক্ত; প্রকৃত্যা—প্রকৃতির দ্বারা; পুরুষেণ—ভোগরত জীবাত্মা; চ—এবং।

অনুবাদ

এ জগতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, কৃশ অথবা স্থূল, যা কিছু লক্ষিত হয়—সব কিছুই হচ্ছে জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা জীবাত্মা সমন্বিত।

শ্লোক ১৭

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্ ।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে (কারণটি); তু—এবং; যস্য—যার (উৎপাদন); আদিঃ—আদি; অন্তঃ—অন্ত; চ—এবং; সঃ—সেই; বৈ—অবশ্যই; মধ্যম্—মধ্যে; চ—এবং; তস্য—সেই উৎপাদনের; সন্—হওয়া (প্রকৃত); বিকারঃ—বিকার; ব্যবহার-অর্থঃ—সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য; যথা—যেমন; তৈজস—স্বর্ণ থেকে উৎপন্ন (অগ্নি সংযোগে নির্মিত); পার্থিবাঃ—পার্থিব বস্তু।

অনুবাদ

আদিতে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা উপাদান রূপে রয়েছে। স্বর্ণ থেকে আমরা বাজু, কর্ণকুণ্ডলাদি স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ করতে পারি এবং মৃত্তিকা থেকে আমরা মৃৎ পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি তৈরী করতে পারি। আদি উপাদান স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা, তাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু পূর্বে থেকেই রয়েছে, আবার যখন উৎপাদনগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আদি উপাদান, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা থেকে যাবে। এইভাবে আদিতে এবং অন্তে যখন উপাদানগুলি বর্তমান থাকে, তার মধ্যেও অর্থাৎ, যে সময়ে তা থেকে বিশেষ কোন উৎপাদন, যাকে আমরা সুবিধামতো বাজু, কর্ণকুণ্ডল, পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি বিশেষ কোন নাম প্রদান করি, সেইরূপে নিশ্চয় থাকবে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, উৎপাদন সৃষ্টির পূর্বে এবং তার বিনাশের পরেও যদি উপাদান কারণ বর্তমান থাকে, তবে প্রকাশিত পর্যায়েও নিশ্চয় তা উৎপাদনটির প্রকৃত ভিত্তি রূপে উপস্থিত থাকবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, আদি কারণ নিশ্চয় কার্যের মধ্যে বর্তমান, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা বিভিন্ন উৎপাদনের কারণ উপাদান হলেও, উৎপাদনগুলির মধ্যে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। উপাদানগুলির মূল স্বভাব ক্ষণস্থায়ী উৎপাদিত বস্তুগুলির মতো না হয়ে, সেই উপাদানগুলির মতোই থাকে, কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী উৎপাদনগুলির বিভিন্ন নাম প্রদান করে থাকি।

শ্লোক ১৮

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্ ।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

যৎ—যে (রূপ); উপাদায়—উপাদান কারণ রূপে গ্রহণ করে; পূর্বঃ—পূর্বের কারণ (যেমন মহত্তত্ব); তু—এবং; ভাবঃ—বস্তু; বিকুরুতে—বিকাররূপে উৎপাদন করে; অপরম্—দ্বিতীয় বস্তু (যেমন অহংকার উপাদান); আদিঃ—প্রারম্ভ; অন্তঃ—শেষ; যদা—যখন; যস্য—যার (উৎপাদনের); তৎ—সেই (কারণ); সত্যম্—প্রকৃত; অভিধীয়তে—বলা হয়।

অনুবাদ

মূল উপাদানে নির্মিত একটি জড় বস্তু, রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য একটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সৃষ্ট বস্তু অন্য একটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ এবং ভিত্তি হয়ে থাকে। আদি-অন্ত সমন্বিত অন্য একটি বস্তুর মূল স্বভাবযুক্ত কোনও বিশেষ বস্তুকে বাস্তব বলা যায়।

তাৎপর্য

মৃৎ পাত্রের সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন কর্দমপিণ্ড দ্বারা মৃৎ-পাত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রে কর্দমপিণ্ডের আদি উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা, এবং বাস্তবে কর্দমপিণ্ডটিই হচ্ছে পাত্রটির মূল কারণ। পাত্রটি ধ্বংস হলে তা পুনরায় কর্দম নাম গ্রহণ করবে, আর অবশেষে তার আদি কারণ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে যাবে। মৃৎপাত্রের জন্য কর্দম হচ্ছে আদি এবং অন্তিম পর্যায়; এইভাবে পাত্রটিকে বলা হয় বাস্তব, কেননা তার মধ্যে কর্দমের আদি বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, যেগুলি তার পাত্র হিসাবে কার্য করার পূর্বে ছিল এবং পরেও থাকবে। তেমনই, কর্দমের পূর্বে এবং পরে মৃত্তিকার অস্তিত্ব থাকে, তাই কর্দমকে বাস্তব বলা যেতে পারে, কেননা তার মধ্যে মৃত্তিকার মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা কর্দমের অস্তিত্বের পূর্বে এবং পরেও বর্তমান থাকে। ঠিক তেমনই, মহত্তত্ব থেকে মৃত্তিকাদি উপাদান সৃষ্টি হয়, আর মহত্তত্ব সেই উপাদান মৃত্তিকার পূর্বে এবং পরে বর্তমান থাকে। তাই উপাদানগুলিকে বাস্তব বলা যায় কেননা সে সবের মধ্যে মহত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। সর্বোপরি সর্বকারণের কারণ, যিনি সমস্ত কিছু বিনাশের পরেও বর্তমান থাকেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানই মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা। পরম সত্য, পরম প্রভু স্বয়ং একের পর এক সমস্ত কিছুর অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করছেন।

শ্লোক ১৯

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; **যস্য**—যার (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপন্ন প্রকাশ); **উপাদানম্**—উপাদান কারণ; **আধারঃ**—ভিত্তি; **পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম ভগবান; **পরঃ**—পরম; **সতঃ**—বাস্তবের (প্রকৃতি); **অভিব্যঞ্জকঃ**—উত্তেজক শক্তি; **কালঃ**—কাল; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **তৎ**—এই; **ত্রিতয়ম্**—তিনটি তিনটি করে; **তু**—কিন্তু; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আদি উপাদান এবং অন্তিম পর্যায়ের স্বভাব বিশিষ্ট জড় ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে। কালশক্তির দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতির বিশ্রাম স্থল হচ্ছেন ভগবান মহাবিষ্ণু। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু এবং কাল, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমা হতে অভিন্ন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের অংশ প্রকাশ শ্রীমহাবিষ্ণুর শক্তি, এবং ভগবানের কার্যকলাপের প্রতিনিধিত্ব করে কাল। ভগবান তাঁর শক্তি এবং অংশ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে কাল এবং প্রকৃতি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক। অন্যভাবে বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য, কেননা স্বয়ং তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান।

শ্লোক ২০

সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্ ॥ ২০ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; **প্রবর্ততে**—বর্তমান থাকে; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **পূর্ব-অপর্যেণ**—পিতা-মাতা এবং সন্তানাদিরূপে; **নিত্যশঃ**—একাদিক্রমে; **মহান্**—সমৃদ্ধিপূর্ণ; **গুণবিসর্গ**—জড়গুণের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্যে; **স্থিতি-অন্তঃ**—তার পালনের শেষ অবধি; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত, **ঈক্ষণম্**—পরম পুরুষ ভগবানের দৃষ্টি নিক্ষেপ।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান যতক্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে চলেন, ততক্ষণই ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যময় জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ একাদিক্রমে প্রকাশ করার মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

কালের দ্বারা তাড়িত হয়ে, মহত্তত্ত্বই জগতের উপাদান কারণ হলেও, এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের অন্তিম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ছাড়া কাল এবং প্রকৃতি হচ্ছে

শক্তিহীন। জীবেরা ৮৪,০০০০০ বিভিন্ন প্রজাতির মাধ্যমে বিশেষ কোন পিতামাতার সন্তানাদিরূপে এবং বিশেষ কোন সন্তানাদির পিতামাতারূপে জীবন উপভোগ করতে চেষ্টা করছে। তাই বদ্ধজীবেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ভগবান অসীম জড় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২১

বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

বিরাট—বিরাটরূপ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আসাদ্যমানঃ**—ব্যাপ্ত হয়ে; **লোক**—লোকসমূহের; **কল্প**—পুনঃপুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের; **বিকল্পকঃ**—বৈচিত্র্যপ্রকাশক; **পঞ্চত্বায়**—পঞ্চ উপাদান সৃষ্টির প্রাথমিক প্রকাশ; **বিশেষায়**—বৈচিত্র্যে; **কল্পতে**—প্রদর্শনক্ষম; **ভুবনৈঃ**—বিভিন্ন ভুবনের দ্বারা; **সহ**—সমন্বিত হয়ে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করার মাধ্যমে, অসীম বৈচিত্র্য প্রদর্শনকারী, বিরাটরূপের আধার হচ্ছি আমি। মূলতঃ সুপ্ত পর্যায়ে সমস্ত লোক সমন্বিত আমার বিরাটরূপ, পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, *ময়া* শব্দটি নিত্য কালরূপী ভগবানকে সূচিত করে।

শ্লোক ২২-২৭

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে ।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ২২ ॥
অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে ।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে ॥ ২৩ ॥
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে ।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু ॥ ২৪ ॥
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে ।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ ।
তেঽব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে ॥ ২৬ ॥
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে ।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্নে—অন্নে; প্রলীয়তে—বিলীন হয়; মর্ত্যম্—মরণশীল দেহ; অন্নম্—খাদ্য; ধানাসু—শস্যের মধ্যে; লীয়তে—বিলীন হয়; ধানাঃ—শস্য; ভূমৌ—ভূমিতে; প্রলীয়ন্তে—বিলীন হয়; ভূমিঃ—ভূমি; গন্ধে—গন্ধের মধ্যে; প্রলীয়তে—বিলীন হয়; অপ্সু—জলে; প্রলীয়তে—বিলীন হয়; গন্ধঃ—গন্ধ; আপঃ—জল; চ—এবং; স্ব-গুণে—নিজের গুণের মধ্যে; রসে—স্বাদ; লীয়তে—বিলীন হয়; জ্যোতিষি—আগুনের মধ্যে; রসঃ—রস; জ্যোতিঃ—আগুন; রূপে—রূপে; প্রলীয়তে—বিলীন হয়; রূপম্—রূপ; বায়ু—বায়ুতে; সঃ—এটি; চ—এবং; স্পর্শে—স্পর্শে, লীয়তে—বিলীন হয়; সঃ—এটি; অপি—ও; চ—এবং; অম্বরে—আকাশে; অম্বরম্—আকাশ; শব্দ—শব্দে; তৎ-মাত্রে—তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; সঃ যোনিষু—তাদের উৎস, দেবগণ; যোনিঃ—দেবগণ; বৈকারিকে—সাত্ত্বিক অহংকারে; সৌম্য—প্রিয় উদ্ধব; লীয়তে—বিলীন হয়; মনসি—মনে; ঈশ্বরে—নিয়ামক; শব্দঃ—শব্দ; ভূত আদিম্—আদি অহংকারে; অপ্যেতি—বিলীন হয়; ভূত আদিঃ—অহংকার; মহতি—সমগ্র জড়া প্রকৃতিতে; প্রভুঃ—তেজস্বী; সঃ—সেই; লীয়তে—বিলীন হয়; মহান্—সমগ্র জড়া প্রকৃতি; স্বেষু—নিজের মধ্যে; গুণেষু—ত্রিগুণ; গুণবত্তমঃ—গুণসমূহের অন্তিম ধাম; তে—তারা; অব্যক্তে—প্রকৃতির অব্যক্ত রূপে; সম্প্রলীয়ন্তে—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়; তৎ—সেই; কালে—কালে; লীয়তে—বিলীন হয়; অব্যয়ে—অচ্যুতে; কালঃ—কাল; মায়া-ময়ে—দিব্য জ্ঞানময়; জীবে—পরমেশ্বরে, যিনি সমস্ত জীবকে কার্যকরী করেন; জীবঃ—সেই প্রভু; আত্মনি—পরমাত্মায়; ময়ি—আমাতে; অজে—অজ; আত্মা—আদি আত্মা; কেবল—কেবল; আত্মস্থঃ—আত্মস্থ; বিকল্প—সৃষ্টির দ্বারা; অপায়—এবং লয়; লক্ষণঃ—লক্ষণ সমন্বিত।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় জীবের মর্তদেহ অন্নে বিলীন হয়। অন্ন শস্যে বিলীন হয়, এবং শস্য ভূমিতে বিলীন হয়। ভূমি সূক্ষ্ম অনুভূতি গন্ধে বিলীন হয়। সুগন্ধ জলে বিলীন হয়, এবং জল আবার তার নিজ গুণ, রসে বিলীন হয়। রস বিলীন হয় অগ্নিতে, তা আবার রূপে বিলীন হয়। রূপ বিলীন হয় স্পর্শে, এবং স্পর্শ বিলীন

হয় আকাশে। আকাশ শেষে বিলীন হয় শব্দানুভূতিতে। হে মহানুভব উদ্ধব, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাদের নিজ নিজ উৎস অধিদেবগণের সঙ্গে, আর তারা নিয়ামক মনের সঙ্গে বিলীন হয়, তা আবার সাত্ত্বিক অহংকারে বিলীন হয়। শব্দ তামসিক অহংকারে এবং প্রথম ভৌতিক উপাদান সর্বশক্তিমান অহংকার সমগ্র প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ত্রিগুণের প্রাথমিক আধার, সমগ্র জড়া প্রকৃতি গুণের মধ্যে বিলীন হয়। প্রকৃতির এই গুণগুলি তারপর প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপে বিলীন হয় এবং সেই অপ্রকাশিত রূপ কালের সঙ্গে বিলীন হয়। কাল বিলীন হয় পরমেশ্বরের সঙ্গে, যিনি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, সমস্ত জীবের আদি কার্যকারক রূপে বর্তমান। সমস্ত জীবনের আদি—অজ, পরমাত্মা, একাই আত্মস্থ হয়ে অবস্থিত আমাতে বিলীন হয়। তাঁর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতের প্রলয় হয় সৃষ্টির উল্টো পদ্ধতিতে এবং অবশেষে সব কিছুই পূর্ণরূপে তাঁর পরম পদে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিলীন হয়।

শ্লোক ২৮

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **অন্বীক্ষমাণস্য**—যত্নসহকারে পরীক্ষমান; **কথম্**—কিভাবে; **বৈকল্পিকঃ**—দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমঃ**—মায়া; **মনসঃ**—তার মনের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **তিষ্ঠেত**—থাকতে পারেন; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ইব**—ঠিক যেমন; **অর্ক**—সূর্যের; **উদয়ে**—উদয় হলে; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

সূর্যোদয় যেমন আকাশের অন্ধকার দূর করে, তেমনই, দৃশ্যমান জগতের প্রলয়াত্মক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ঐকান্তিক ভক্তের মনের মায়াময় দ্বন্দ্ব বিদূরীত করে। তাঁর হৃদয়ে কখনও মায়া প্রবেশ করলেও, তা সেখানে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

উজ্জ্বল সূর্য যেমন আকাশের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে প্রদত্ত জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধি, জড় মনঃকল্পিত সমস্ত অজ্ঞতা বিদূরীত করে। তিনি তখন আর তাঁর জড় দেহকে আত্মা হিসাবে গ্রহণ করবেন না। এইরূপ মায়া সাময়িকভাবে তাঁর চেতনায় প্রকাশিত হলেও, তা তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানের পুনর্জাগরণের প্রভাবে বিতাড়িত হবে।

শ্লোক ২৯

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥ ২৯ ॥

এষঃ—এই; সাংখ্য-বিধিঃ—সাংখ্যপদ্ধতি (বিশ্লেষণাত্মক দর্শন); প্রোক্তঃ—উক্ত; সংশয়—সন্দেহের; গ্রন্থি—বন্ধন; ভেদনঃ—ভঙ্গকারী; প্রতিলোমানুলোমাভ্যাম্—প্রত্যক্ষ এবং বিপরীত, উভয়ভাবে; পর—চিজ্জগতের অবস্থিতি; অবর—এবং জড় জগতের নিকৃষ্ট অবস্থিতি; দৃশা—যথার্থ দ্রষ্টার দ্বারা; ময়া—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে জড় এবং চিন্ময় সমস্ত কিছুর আদর্শ দ্রষ্টা, আমার দ্বারা সাংখ্য জ্ঞান বর্ণিত হল, সেই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সন্দেহের গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যথার্থ সিদ্ধির পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য মিথ্যা যুক্তির উৎপাদন করে জড় মন জীবনের বহুবিধ ধারণা গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি স্পষ্ট বুদ্ধিতে সমস্ত কিছু দর্শন করতে পারেন। ভগবান কীভাবে সৃষ্টি এবং প্রলয় সাধন করেন, যিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি নিজেকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবায় নিয়োজিত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সাংখ্য দর্শন' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।